দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান পদে আসীন হওয়া নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা তদারককারী এই প্রতিষ্ঠানটিতে সরকার ৪ বছরের জন্য চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে থাকে। বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ১৫ এপ্রিল। ২০০৩ সালের ১৬ এপ্রিল তিনি এ পদে ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাপেক্স বডি' হিসেবে ইউজিসি দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপকতার ফলে ইউজিসি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবাধ শিক্ষাবাণিজ্য আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাগামহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিগত চার বছর ইউজিসি ছিল সোচ্চার। প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে এসব শিক্ষাবাণিজ্য, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইউজিসি এক প্রকার লড়াইয়ে নামে। আইনের ফাঁকফোকর বন্ধ করার লক্ষ্যে সরকারের অনুমতি নিয়ে ইউজিসি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের অভিন্ন নীতিমালা, অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা, অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ইত্যাদি প্রণয়ন করে। এছাড়া প্রফেসর আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে প্রণীত হয়েছে 'বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র ২০০৬-২৬'। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা করতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে যাবে। এ কারণে শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রিসহ শিক্ষাবিরোধী কাজ বন্ধ করতে হবে। সে গুরুদায়িত্ব হিসেবেই ইউজিসি শিক্ষার মান রক্ষায় আন্দোলন করে আসছে বিগত দিনে।

এদিকে জমজমাট শিক্ষা বাণিজ্য এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রেক্ষিতে ইউজিসির নিয়ামক ভূমিকা বিগত ৪ বছরে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। বিগত দিনে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব আইনের দোহাই দিয়ে ইউজিসিকে 'থোরাই কেয়ার' করত বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতা ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যে ইউজিসির হস্তক্ষেপ করে। লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের। বর্তমানে বিভিন্ন দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বচ্ছতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করছে ইউজিসি। সংশ্লিষ্টরা জানান, এসবের কারণে চেয়ারম্যানের পদটি একদিকে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় এবং অন্যদিকে বেড়েছে এর গুরুত্ব।

তাই উচ্চশিক্ষা রক্ষায় শক্ত ভূমিকার পাশাপাশি অবৈধ ও বিভিন্ন সুবিধা লাভের জায়গা হিসেবে ইউজিসির গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আর এ কারণে ইউজিসির চেয়ারম্যানের পদলাভে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাবিদরা নেমে পড়েছেন তদবিরে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে চেয়ারম্যানের পদের জন্য তদবিরকারীদের কথা। ইতিমধ্যে যাদের নাম বেশী শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ইউজিসির বর্তমান সদস্য প্রফেসর মাহবুবউল্লাহ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মুস্তাহিদুর রহমান, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর শমশের আলীর নাম অন্যতম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের মেয়াদ শেষের বিষয়টির ব্যাপারে সরকার অবগত। ইতিমধ্যে যারা চেয়ারম্যান হওয়ার বাসনা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন তাদের ব্যক্তিগত, সার্ভিস ও একাডেমিক রেকর্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে। সূত্র জানায়, প্রফেসর আসাদুজ্জামানের পুনর্নিয়োগ না হলে সেক্ষেত্রে সরকার স্বচ্ছ, ব্যক্তিত্ববান, নীতিবান এবং 'কমিটেড' ব্যক্তিকে ইউজিসির চেয়ারম্যান পদে বসানোর কথা ভাবছে।